একটি বিশেষ কার্যক্রম

সকলেই আমরা সকলের তরে

কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন
ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশনায়

কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন
বাড়ি-৫০, সড়ক-৮, ব্লক-ডি, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৭১৪০৬৩৩৫০
Website: www.qkaf.org. Email: qkaf.org@gmail.com

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০।

প্রেক্ষিত

দেশে বর্তমান বাস্তবতা এমন যে, অনেক ছেলে-মেয়ে একধরনের বিচ্ছিন্নতায় ভোগে। শহরে ব্যাপক, গ্রামেও দ্রুত বাড়ছে। পরিবার থেকে সময় কম পাওয়া, পরীক্ষায় ভাল করার জন্য চাপ, আকাশসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, মূল্যবোধের অধঃপতন, ধূমপান ও মাদকাসক্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এসমস্ত প্রবণতা যেন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করা এবং যারা ইতোমধ্যে সে ধরনের কোনো বা একাধিক পথে হাঁটতে শুরু করেছে তাদের ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে সকলকে মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতার পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

মানুষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কিছু বিচার বিবেচনা আছে তবে তা খুবই নিম্ন পর্যায়ের এবং গৎবাঁধা। যেমন সব প্রাণী তার বাচ্চাদেরকে দেখাশুনা করে, কোনো কোনো প্রাণী গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে যেমন পিঁপড়া, বানর, হাতি প্রভৃতি। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে– ভালো কাজ যেমন করতে পারে, মন্দ কাজও করতে পারে। কোনো ব্যক্তির আচরণ খারাপ প্রবৃত্তিগুলো দ্বারা বেশি প্রভাবিত হলে সে পাশবিক কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারে যেমন-অন্যের ক্ষতি করা, অযথা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, মানুষ হত্যা করা ইত্যাদি। কু-প্রবৃত্তিগুলোর দমন ও সু-প্রবৃত্তিগুলোর উদ্বোধন যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে ঘটে তখন সে আলোকিত ও ভালো মানুষ হয়ে উঠে।

যখন একটি শিশু জন্ম নেয় তখন মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা ও অধিকার সমান। তবে যে বাস্তবতায় জন্ম নেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বেড়ে উঠে তা তাদের মধ্যে তফাত সৃষ্টি করে দিতে পারে। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে পুষ্টির ঘাটতি ঘটলে ভূমিষ্ট শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও বিচারবুদ্ধিতে ঘাটতি থাকতে পারে। ফলে কেউ পিছিয়ে থাকে, কেউ এগিয়ে যায়। কেউ হয়ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথা- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার

সুযোগহীনতা, অর্থহীনতা এবং পারিবারিক টানাপড়েন ইত্যাদি কারণে সুস্থ পথে এগিয়ে যেতে না পেরে দারিদ্র্যের কষাঘাতে অনেক সময় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং কখনো অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে পারে এবং যায়। অন্যদিকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কেউ কেউ অধিক স্বার্থপর হয় এবং আমিত্বের প্রাধান্য তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে এবং হয়।

সব দেশেই দরিদ্র, পিছিয়েপড়া এবং সুযোগ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ আছে। সমাজবিরোধী এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত অনেক মানুষ আছে। তাদের জন্য সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়, অনেক মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশের জীবন এরকম।

একটি সমাজের প্রত্যেক সদস্য যখন একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা পাবে তখন সেটি সুস্থ সমাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে তা নিশ্চিত করার জন্য সকল সদস্যের মধ্যে মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকতে হবে। তাদের মধ্যে পরার্থপরতার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে নিজের অগ্রগতির জন্য যেমন কাজ করবে তেমনই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্যদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়াবে। তাদের আচার-আচরণ অমায়িক ও পরিশীলিত হবে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় এবং স্বার্থপরতার প্রাধান্যই বাস্তবতা। বাংলাদেশে বিরাজমান এই অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি, যাতে সকলকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে সমাজ টেকসইভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে, কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতায় দেশের মানুষকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতা কি?

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সেই গুণসমূহ যা একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হয় এবং সামাজিক জীবন সবার কাছে প্রশংসনীয় হয়।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উৎস হতে পারে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধর্ম, প্রচলিত আইন, বিরাজমান সাংস্কৃতিক আবহ এবং চিরায়ত আচার-আচরণ। তবে এই উৎসগুলোর তাগিদ ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন হতে পারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে- ধর্মীয় অনুশাসনে মদ্যপান মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত; বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের দায়িত্ব কিন্তু শিশু অধিকার হিসেবে এখনো আইনে স্বীকৃত নয়, ভারতে তা সরকারের দায়িত্বের পাশাপাশি শিশুর অধিকার হিসাবে আইনে স্বীকৃত। তবে বাংলাদেশেও আইনের পরিবর্তনে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। মদ্যপান ধর্মীয় বিধানের বিষয়, তাই মুসলমানদের কাছে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পরিবর্তিত হতে পারে। এই দুই রকমের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার তাগিদে করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়গুলোর নিম্নোক্তগুলো অন্তর্ভুক্ত:

- সত্য কথা বলা
- সৎ রোজগার করা
- সৎ পথে চলা
- শিষ্টাচার
- সৌজন্যবোধ
- ধৈর্যধারণ
- কর্তব্যনিষ্ঠা
- অধ্যবসায়
- মমত্ববোধ
- সৌহার্দ্য
- সহমর্মিতা
- সহানুভূতিশীলতা
- দয়া

- দেশপ্রেম
- শান্তি বজায় রাখা
- মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা এবং তাদেরকে সহায়তা করা
- বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানবোধ
- ছোটদের স্নেহ করা
- পরিবেশ সংরক্ষণ
- গাছ লাগানো
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
- লোভ-লালসা থাকবে না
- হিংসা-দ্বেষ থাকবে না
- আত্মকেন্দ্রিক হবে না
- পরশ্রীকাতর হবে না
- ঝগড়াটে হবে না
- কারোর ক্ষতি করার প্রবণতা থাকবে না।

এবার পরার্থপরতা বা পরের উপকার করা কি সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক-

- পরোপকার করার আন্তরিক ইচ্ছা ও আত্মত্যাগের মনোবৃত্তি থাকতে হবে।
- পরোপকার বাস্তবে ঘটাতে হবে অর্থাৎ যার উপকার করা হচ্ছে তার কাছে তা পৌঁছতে হবে।
- পরোপকারের বিপরীতে প্রতিদানের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না অর্থাৎ তা নি:স্বার্থ হতে হবে।
- পরোপকার করতে গেলে পরোপকারীর নিজের কিছু আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি থাকতে হবে।
- পরোপকার ব্যক্তি পর্যায়ে হতে পারে যেমন- কারো অস্ত্রপচার করার সময় রক্ত লাগলে রক্ত দেয়া, কোনো শিক্ষার্থী অর্থ সংকটে থাকলে সহায়তা করা বা কোনো বয়স্ক ব্যক্তি রাস্তা পার হতে পারছেন না, তাকে পার হতে সহায়তা করা।

- পরোপকার গোষ্ঠী পর্যায়ে হতে পারে যেমন- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নলকূপ স্থাপন করা বা শীতের সময় গরিবদেরকে গরম কাপড় দেয়া।
- পরোপকার সামাজিক পর্যায়ে হতে পারে যেমন- রাস্তার পাশে গাছ লাগানো যাতে রাস্তা না ভাঙ্গে; পথে কাঁটা পড়ে থাকলে তা সরিয়ে ফেলা যাতে না দেখে কেউ যেন হেঁটে গেলে পায়ে কাঁটা না বিঁধে; রাস্তায় কলার খোসা পড়ে থাকলে তা সরিয়ে ফেলা যাতে কেউ পড়ে না যায়।
- কোন প্রতিষ্ঠান জাতীয়ভাবে পরোপকারধর্মী কাজ করলে সেই প্রতিষ্ঠানকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক বা অ-আর্থিক সাহায্য করলে তা জাতীয় পর্যায়ে পরোপকারী কাজ হতে পারে।

মূল্যবোধ নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত এবং পরার্থপরতা হিসেবে যে সকল করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো উদাহরণ স্বরূপ দেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করবে এবং নিজেরা প্রতিপালন করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা আরো করণীয় চিহ্নিত করার প্রয়াস নিবে।

এই কর্মসূচিতে আমাদের মূল অঙ্গীকার সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়–

অঙ্গীকার মোদের

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মূল্যবোধ নৈতিকতা ও পরার্থপরতা, এই মন্ত্রত্রয়
সৃষ্টি করে এক ঐকতান আমার মনে-প্রাণে।
সেই প্রেরণায় জেগেছি আমি, গড়ছি নিজেকে,
গড়ব এক মানবিক অগ্রগামী সমাজ সবার তরে।

একাতো যায়না করা সমাজ সংস্কার, তাই জেগে উঠতে
আহবান প্রত্যেকের তরে, অবগাহন করে
মূল্যবোধ-নৈতিকতা-পরার্থপরতার মর্মবাণীতে
গড়ে তুলি কাঙ্ক্ষিত সেই সমাজ সবাই মিলে
যেখানে সকলেই সকলের তরে, মানবতার বন্ধনে।
এই হোক অঙ্গীকার মোদের এগিয়ে চলার পথে।

কিউ কে আহ্‌মদ ফাউন্ডেশন

কিউকে আহ্‌মদ ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা যা বেসামরিক সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ***স্বাধীনতা পুরস্কার*** ও ***একুশে পদকে*** ভূষিত বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড.কাজী খলীকুজ্জমান আহ্‌মদ-এর নামে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গণমানুষের জন্য কাজ করার ব্রত নিয়ে এই ফাউন্ডেশনের সূচনা ও পথ চলা।

কিউকে আহ্‌মদ ফাউন্ডেশন মূলত–(১) তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও পরার্থপরতাসহ মানবিক-সমাজিক গুণাবলি প্রোথিত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। (২) দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনমান ও মর্যাদা উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং (৩)। মানবহিতৈষীদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিউকে আহ্‌মদ ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, পিছিয়েথাকা মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

সংকল্প (Vision)

এমন একটি সমাজ যেখানে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতায় নিবেদিত হয়ে প্রত্যেকে নিজের জীবন গড়েছে এবং এই গুণগুলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র অনুসরণ ও অনুশীলন করা হচ্ছে। পিছিয়েপড়ারা সুযোগ পেয়ে এবং তা গ্রহণ করে মানব-মর্যাদায় বসবাস করছে অথবা সে পথে এগিয়ে চলেছে।

কার্যপদ্ধতি (Mission)

উপর্যুক্ত কল্প (Vision) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে এই কর্মসূচির ভিত্তিমূল গুণগুলো (মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতা) নিজে অনুশীলন করবেন এবং প্রত্যক্ষ আলোচনা, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে এসব বিষয় ও করণীয় সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন। বিশেষভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্যভুক্ত করা হবে। পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মসূচির অতিরিক্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ দায়িত্বে যার যার অবস্থান থেকে লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পিছিয়েপড়াদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।